৮. ঈশ্বরের আত্মা

এটি সেই শক্তি যা দিয়ে ঈশ্বর এই পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন। এটি না থাকলে আমরা মারা যেতাম। এটি সব যায়গায় ছড়িয়ে আছে। এটির দ্বারা বাইবেল অনুপ্রাণীত হয়েছে, অলৌকিক ঘটনা ঘটেছে, ভবিষ্যতবানী করা হয়েছে, সাধারণ ব্যক্তিদের অসাধারণ কাজ করার ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। বাইবেলের বর্ণনা থেকে আমরা দেখি এটি কথা বলেছে, দুঃখ প্রকাশ করেছে, এবং চোখের সামনে প্রকাশিত হয়েছে। ঈশ্বরের আত্মা অনেক কিছুই করেছে, এটি কোন আশ্চর্যের বিষয় নয় যে অনেকেই বিভ্রান্ত হয়ে প্রশ্ন করে এটি আসলে কি।

মূল পাঠঃ গীতসংহিতা ১৩৯

গীতসংহিতার এই স্তুতি-গানটিতে দাউদ ঈশ্বর তাকে সৃষ্টি করার জন্য, তার চিন্তা ও কাজের আগেই তা জানবার জন্য এবং সবজায়গায় বিরাজমান থাকার জন্য ঈশ্বরের প্রতি তার বিস্ময় প্রকাশ করেছেন। এই সব কিছুই কেবল সম্ভব হয়েছে ঈশ্বরের আত্মার করনে। তার আত্মার দ্বারা তিনি জীবন সৃষ্টি করেন এবং জীবন ধারন করান, তিনি জানেন আমরা কি কাজ বা চিন্তা করছি, তিনি জানেন ভবিষ্যতে কি হবে, আমারা যেখানেই যাই না কেন তিনি আমাদের সঙ্গে আছেন।

১। গীতসংহিতার এই গানটিতে "আত্মা" শব্দটি কেবল একবার ব্যবহার করা হয়েছে। কিন্তু এখানে আত্মার কাজগুলোকে একাধিকবার উল্লেখ করা হয়েছে। গীতসংহিতার এই গীতে (বা গনে) আত্মার যে কাজগুলো উল্লেখ করা হয়েছে তার একটি তালিকা তৈরী করুন।

২। দাউদ যখন বলেছে "তুমি আমাকে ভাল করে পরীক্ষা করে দেখেছ আর আমাকে জেনেছ" (১ পদ) এর দ্বারা সে কি বুঝিয়েছে? ঈশ্বর কি আমাদেরকেও পরীক্ষা করে দেখেন এবং আমাদের বিষয়ও জানেন? দাউদ কেন নিজেকে আবারো পরীক্ষা ও যাচাই করে দেখার জন্য ঈশ্বরকে অনুরোধ করছে (২৩ পদ)?

৩। "যদি আকাশে উঠি" বা "পাতালে আমার ভিছানা পাতি" এই কথা দ্বারা দাউদ কি বুঝাতে চেয়েছেন?

অনুশীলন করুনঃ ঈশ্বরের আত্মা কি?

এবিষয়ে আরো পড়ার আগে, ঈশ্বরের আত্মা কি সে বিষয়ে আপনার নিজের কিছু মতামত লেখার চেষ্টা করুন। আপনার উত্তরগুলো অন্যদের ধারণার সাথে তুলনা করে দেখুন এবং কোথায় কোথায় আপনি ভিন্ন মত পোষন করেছেন তা আলোচনা করুন। পুরো অধ্যায়টি পড়ার পর আপনার মতামত সম্প্রসারিত বা পরিবর্তন হয় কিনা তা বিবেচনা করে দেখুন

কিছু সংজ্ঞা

পুরাতন নিয়মে আত্মা শব্দটির মূলত অনুবাদ করা হয়েছে হিব্রু শব্দ "রুয়াখ (*ruach*)" থেকে। এই শব্দটিকে আরো অনুবাদ করা হয়েছে মন, বাতাস, নিশ্বাঃস এবং অনুভুতি শব্দে। নতুন নিয়মে "আত্মা" শব্দটির মূলত অনুবাদ করা হয়েছে গ্রীক শব্দ "নিউমা (*pneuma*)" থেকে। এটিকে আরো অনুবাদ করা হয়েছে নিশ্বাঃস, আচরণ, হৃদয় এবং মন শব্দে।

"আত্মা" শব্দটি বাইবেলে অনেক সময় পুরুষ বা নারীর আত্মা বুঝাতে ব্যবহার করা হয়েছে (যার দ্বারা তাদের আচরন বা চরিত্র বোঝানো হয়েছে)। তবে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে এটি ব্যবহার করা হয়েছে ঈশ্বরের আত্মা বোঝাতে। আমারা কেবল তখনই বুঝতে পারি যে এটি কি অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে যখন আমরা পুরো অনুচ্ছেদটি বিবেচনা করে দেখি।

(Bangla Common Language বাইবেলে কখনো কখনো "আত্মা" শব্দটি অনুবাদকের ভুলের বা না বোঝার কারনে "ঈশ্বরের আত্মা" বা "পবিত্র আত্মা" শব্দে অনুবাদ করা হয়েছে। তবে যেকোন অনুচ্ছেদের তাতপর্য মিলিয়ে দেখার মাধ্যমে বা অন্যান্য বাংলা বা ইংরেজী অনুবাদের সঙ্গে মিলিয়ে দেখার মাধ্যমে সঠিক অনুবাদ খুজে পাওয়া সম্ভব। বিভিন্ন বাংলা ও ইংরেজী অনুবাদ থেকে গীতসংহিতা ১৩৯:৭ তুলনা করে দেখুন।)

ঈশ্বরের শক্তি

আত্মা হলো মূলত ঈশ্বরের শক্তি। এটিই সেই শক্তি যা দিয়ে তিনি এই পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন, এবং যার মাধ্যমে তিনি সকল জীবনকে বাচিয়ে রাখেন। ঈশ্বরের সৃষ্ট সব বৈচিত্রময় বিপুল সংখ্যক প্রাণীদের বিষয়ে বলতে গিয়ে বাইবেল বলে:

> তুমি মুখ লুকালে তারা ভয় পায়; তুমি তাদের জীবন-বায়ু নিয়ে গেলে তারা মরে যায়, আবার তারা ধুলা হয়ে যায়। তোমার আত্মা পাঠালে তাদরে সৃষ্টি হয়; তুমি নতুন নতুন প্রাণ দিয়ে পৃথিবীকে সাজাও। (গীতসংহিতা ১০৪:২৯-৩০)

"জীবন-বায়ু (নিশ্বাস)" ও "আত্মা" শব্দ দুটি একই হিব্রু (বা ইব্রিয়) শব্দ থেকে অনুবাদ করা হয়েছে। ঈশ্বর তার আত্মা দ্বারা সৃষ্টি করেন, এবং এটি প্রত্যেকটি জীবন্ত সৃষ্টিকে প্রাণশক্তি বা বেচে থাকার ক্ষমতা দেয়। ঈশ্বর যখন কোন জীবন্ত প্রাণী থেকে তার আত্মা বা জীবন-বায়ূ সরিয়ে নেন তখন তা মারা যায়।

বাইবেল থেকে "জীবন-বায়ূ" সম্পর্কে আর কি কি উদ্ধিত্তি আপনি খুজে বের করতে পারেন?

ঈশ্বর তার নবী ও ভাববাদীদের অনুপ্রাণিত করার জন্যও তার এই ক্ষমতা বা শক্তি ব্যবহার করেছেন। তাঁরা তার আত্মার পরিচালনায় সমস্ত শাস্ত্র (বা বাইবেল) লিখেছিলেন।

> নবীরা তাদের ইচ্ছামত কোন কথা বলেন নি; পবিত্র আত্মার দ্বারা পরিচালিত হয়েই তাঁরা ঈশ্বরের দেওয়া কথা বলেছেন। (২ পিতর ১:২১)

পৌল লিখেছিলেন যে, পবিত্র শাস্ত্রের প্রত্যেকটি কথা "ঈশ্বর নিঃশ্বসিত (বা ইশ্বরে কাছ থেকে এসেছে)" (২ তীমথিয় ৩:১৬)। বাইবেলে ঈশ্বরের সেই সব বাক্য লেখা হয়েছে যা তিনি তার ভাববাদীদের মধ্য দিয়ে নিঃশ্বসিত করেছেন। "ঈশ্বর-নিঃশ্বসিত" শব্দটি যে গ্রীক শব্দ থেকে অনুবাদ করা হয়েছে তা গ্রীক শব্দ "আত্ম" শব্দটির সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত।

অলৌকিক কাজগুলো ঈশ্বরের আত্মার আরো একটি প্রমান (যেমন: রোমীয় ১৫:১৯; গলাতীয় ৩:৫; ইব্রিয় ২:৪)। যিশুকেও আত্মার ক্ষমতা দেওয়া হয়েছিল। তার এই ক্ষমতা ব্যবহার করে সে মৃতদের জীবন দিয়েছেন, অসুস্থদের সুস্থ করেছেন, অন্যদের চিন্তা জানতে পেরেছেন, জলের উপরে হেটেছেন এবং এমন অনেক অসংখ্য অলৌকিক কাজ করেছেন। প্রথম শতাব্দীর বিশ্বাসীদেরও আত্মার দান দেয়া হয়েছিল, যাতে তারা সেই সময়ের বিশ্বাসীদের গড়ে তোলার কাজে সহোজগীতা করতে পারে (৫০ অধ্যায় দেখুন - আত্মার দান)

ঈশ্বরের উপস্থিতি

ঈশ্বরের উপস্থিতি বোঝাতেও আত্মা ব্যবহার করা হয়েছে। দাউদ লিখেছিলেন

> আমি তোমার আত্মা হইতে কোথায় যাইব? তোমার সাক্ষাত হইতে কোথায় পালাইব? যদি স্বর্গে গিয়া উঠি সেখানে তুমি; যদি পাতালে শয্যা পাতি, দেখ, সেখানেও তুমি। (গীতসংহিতা ১৩৯:৭-৮ ক্যারি বাইবেল)

একইভাবে, পৌল পবিত্র আত্মার সম্পর্কে বলেছেন, যে তা আমাদের "মধ্যে বাস" করছে (রোমীয় ৮:১১; ১ করিন্থিয় ৩:১৬)। ঈশ্বর তাঁর আত্মার মধ্য দিয়ে সবসময়ই আমাদের সাথে আছেন; তার শক্তি আর ক্ষমতার মাধ্যমে তিনি জানেন আমরা কোথায় আছি এবং কি করছি, এবং তিনি আমাদের সাহায্য করতে পারেন। (আরো দেখুন ৫২ অধ্যায় - আত্মার দ্বারা পরিচালিত)

ঈশ্বরের একটি নাম

কোন ব্যক্তির আত্মা হলো তাদের বৈশিষ্ট বা ব্যক্তিত্ব, তাদের একান্ত সত্তা, তাদের মন। কোন কোন সময়ে ঈশ্বরের আত্মা এই ভাবেও ব্যবহার করা হয়েছে। যেমন, যিশাইয় ৬৩:১০ বলা হয়েছে যে, ইস্রায়েলের লোকেরা "বিদ্রোহ করে তাঁর পবিত্র আত্মাকে দুঃখ দিত।"। আমাদেরকেও আরো সতর্ক করে বলা হয়েছে যেন আমরা "ঈশ্বরের পবিত্র আত্মাকে দুঃখ" না দেই। (ইফিষীয় ৪:৩০)। অন্য কথায় আমারা যেন কোনমতেই আমাদের পাপ কাজ দ্বারা ঈশ্বরকে কষ্ট না দেই।

অন্যান্য বিভিন্ন স্থানে "আত্মা" এবং "পবিত্র আত্মা" দ্বারা ঈশ্বরকে বোঝানো হয়েছে। উদাহরণ স্বরুপ, পিতর আনানিয়কে বলেছিল, "কি করে শয়তান তোমার মন এমনভাবে অধিকার কলল যে, তুমি পবিত্র আত্মার কাছে মিথ্যা কথা বললে" (প্রেরিত ৫:৩)। পরবর্তী পদে সে বলছেন, "তুমি মানুষের কাছে মিথ্যা বল নি, কিন্তু ঈশ্বরের কাছে মিথ্যা কথা বলেছ"। আরো দেখুন প্রেরিত ৮:২৯; ১৩:২; ১ করিন্থিয় ১২:১১; ২ করিন্থিয় ৩:১৭।

এটা বোঝা খুবই গুরুত্বপূর্ণ যে বাইবেল কখনোই পবিত্র আত্মাকে ঈশ্বর থেকে আলাদা কোন সত্তা বলে ব্যখ্যা করে না। যখন কোন ব্যক্তি হিসাবে বলা হয়েছে, তখন তা সরাসরি ঈশ্বরকেই নির্দেশ করে।

আত্মার বিভিন্ন নাম	
ঈশ্বরের আত্মা	আদি ১:২; বিচারকর্তৃকগণ ৩:১০; ২ শমুয়েল ২৩:২; মথি ৩:১৬; প্রেরিত ২:১৭; ৫:৯; রোমীয় ৮:৯,১৪; ১ করিন্থিয় ২:১০.
আত্মা	গণনা পুস্তক ১১:১৭; যিশাইয় ৩২:১৫; যিহিষ্কেল ২:২; মথি ৪:১; মার্ক ১:১০; লূক ২:২৭; যোহন ১:৩২; প্রেরিত ৮:১৮,২৯; রোমীয় ৮:৪-৬; গলাতীয় ৩:২; ইফিষিয় ৫:১৮.
তোমার আত্মা	নহিমিয় ৯:৩০; গীতসংহিতা ১০৪:৩০; ১৩৯:৭.
পবিত্র আত্মা	গীতসংহিতা ৫১:১১; যিশাইয় ৬৩:১০-১১; মথি ১:১৮,২০; ৩:১১; ১২:৩২; মার্ক ১:৮; ১২:৩৬; লূক ১:১৫,৩৫; ৩:২২; প্রেরিত ১:১৬; ৪:৮,২৫,৩১;৫:৩,৩২; রোমীয় ৫:৫; ইফিষিয় ১:১৩.
ঈশ্বরের পবিত্র আত্মা	ইফিষিয় ৪:৩০
তোমার ভাল আত্মা	গীতসংহিতা ১৪৩:১০; নহিমিয় ৯:২০
সদাপ্রভূ বা ঈশ্বরের শক্তি বা ক্ষমতা	১ রাজাবলী ১৮:৪৬; যিরমীয় ১০:১২; লূক ৫:১৭; ১ করিন্থিয় ৬:১৪.
খ্রীষ্টের আত্মা	রোমীয় ৮:৯; ১ পিতর ১:১১.
সাহায্যকারী বা সহায়	যোহন ১৪:২৬; ১৫:২৬; ১৬:৭.
বাইবেল আত্মাকে বিভিন্ন নামে বর্ণনা করা হয়েছে, কিন্তু লক্ষ করলে দেখা যায় যে তাদের সবগুলো একই বিষয় নির্দেশ করে। যেমন, চারটি সুসমাচারের প্রত্যেকটিতেই যিশুর বাপ্তিস্মের কথা লেখা হয়েছে (মথি ৩:১৬; মার্ক ১:১০; লূক ৩:২২; যোহন ১:৩২), কিন্তু প্রত্যেকটি পুস্তকে ভিন্ন ভিন্ন ভাষা বা শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। মথিতে বলা হয়েছে ঈশ্বরের আত্মা, মার্ক এবং যোহনে বলা হয়েছে আত্মা, এবং লূকের সুসমাচারে এটিকে বলা হয়েছে পবিত্র আত্মা। এই ঘটনা থেকে আমরা বুঝতে পারি এই শব্দগুলো একে অন্যের সাথে পরীবর্তনশীল এবং তাদের অর্থ একই। আমরা আরো দেখি যে আত্মা, পবিত্র আত্মা এবং অন্যান্য শব্দগুলো বাইবেলে ব্যবহার করা হয়েছে সেগুলো আসালে একই অর্থ প্রকাশ করে। এমন আরো অনেক উদাহরণ আছে যেখানে নাম বা শব্দগুলো একটি অন্যটির সাথে পরিবর্তনশীল। খুজে দেখুন আপনিও এমন কিছু উদাহরণ খুজে পান কি না।	

The Holy Ghost - পবিত্র ভূত

ইংরেজী King James Version (KJV) - বাইবেলে "পবিত্র আত্মা" ইংরেজী শব্দের অনুবাদ হিসেবে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে (তবে সব ক্ষেত্রে নয়) "পবিত্র আত্মা (Holy Spirit)" শব্দটি ব্যবহারের পরিবর্তে "পবিত্র ভূত (Holy Gohst)" শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে। আজকের দিনে Ghost বা ভূত শব্দ হলো একটি দেহ ছাড়া কোন ব্যক্তি (অর্থাৎ এমন কিছু যার আসলে কোন অস্তিত নেই)। King James Version (KJV) বাইবেল যখন লেখা হয়েছিল Gohst (বা ভূত শব্দটি) একটি ভিন্ন অর্থ প্রকাশ করত। যেমন, রাজাদের আধ্যাত্মিক উপদেষ্টাদের বলা হতো "ghostly confessor" (অর্থাৎ ভৌতিক উপদেষ্টা বা পাস্বীকারের শ্রোবণকারী)। যেহেতু এই শব্দটি তার অর্থ পরিবর্তন হয়েছে তাই "পবিত্র আত্মা" শব্দটি ব্যবহার করাই সবচেয়ে ভাল।

বিভিন্ন মানসিক এবং শারিরিক অসুস্থতাকে অনেক প্রত্যন্ত এবং স্বল্প শিক্ষিত সমজে আজো ভূত, প্রেতাত্মা এবং অলৌকিক শক্তি বলে অবিহিত করা হয়। তবে বিজ্ঞান এবং চিকিৎসা বিদ্যার মাধ্যমে আমরা জানতে পরি যে ভূত বলতে আসলে কিছু নেই। কারন যে সব লক্ষনগুলোকে কোন কোন স্থানে ভূত বলে অবিহিত করা হয় যে সব লক্ষনই উন্নত চিকিৎসা দ্বারা ভাল করা সম্ভব। এবং উন্নত বিশ্বে এই সব শারিরিক বা মানসিক রোগই উন্নত চিকিৎসার মাধ্যমে ভাল করা হয়।

বাংলা বাইবেল অনুবাদের ক্ষেত্রে "Holy Gohst" শব্দটি কোথাও ব্যবহার করা হয়নি বরং সবক্ষেত্রে একই শব্দ অনুবাদ করা হয়েছে "পবিত্র আত্মা" শব্দে। সুতরাং বাংলা বাইবেল ব্যবহারে "Holy Gohst" শব্দটির অর্থ বোঝার ক্ষেত্রে আমাদের কোন সমস্যাই নেই।

সারাংশ

"আত্মা" বা এর সমার্থক বিভিন্ন শব্দ বাইবেলে বহুবার বিভিন্ন ভাবে ব্যবহার করা হয়েছে। এটি সেই শক্তি যার দ্বারা ঈশ্বর অলৌকিক সব কাজ সম্পাদন করেন, তার সৃষ্টিকে বাচিয়ে রাখেন, বাইবেলকে অনুপ্রাণীত করেছেন এবং সর্বত্র বিরাজমান আছেন। কিন্তু এটি তার থেকেও অনেক বেশী কিছু। এটি তার একান্ত সত্তা, তার বৈশিষ্ট ও তার মন।

আত্মা ঈশ্বর থেকে পৃথক বা আলাদা কোন সত্তা নয়। আবার এটি কেবল এমন কোন ক্ষমতাও নয় যা ঈশ্বর কেবল ব্যবহার কারতে পারেন। এটিই ঈশ্বর নিজেই বা তার নিজের ব্যক্তি সত্ত্বা যা দ্বারা তিনি তার উদ্দেশ্য পূরণের জন্য কাজ করে যাচ্ছেন।

চিন্তার উদ্দীপক

১. আপনি কি ঈশ্বরের আত্মা সম্পর্কে আপনার ব্যক্তিগত মতামত (বা সঙ্গা) পরিবর্তন বা পরিবর্ধন করতে চান?

২. যিশু যখন বাপ্তিস্ম গ্রহন করেন তখন আত্মা অনেকের চোখের সামনে প্রকাশিত হয়, "কবুতরের মতো হয়ে তাঁর উপর নেমে আসছেন" (মার্ক ১:১০)। অন্য আর কোন ঘটনায় আত্মা দেখা গিয়েছিল? এটি দেখতে কেমন ছিল? এই ঘটনায় ঈশ্বর তার শক্তি বা ক্ষমতাকে কেন প্রত্যক্ষ দৃশ্যমান করেছিলেন বলে আপনি মনে করেন?

সহায়ক অনুসন্ধান

১. যোহন ৩:৮ পরুন। গ্রীক শব্দ "বাতাস" ও "আত্মা" এই একই শব্দ থেকে অনুবাদ করা হয়েছে কিনা তা খুজে বের করার চেষ্টা করুন। যিশু এখানে পুরাতন নিয়মের একটি ঘটনার কথা নির্দেশ করছেন যেখানে বাতাসকে ঈশ্বরের আত্মার সাথে তুলনা করা হয়েছে। আপনি কি তা খুজে বের করতে পারেন?

২. "পবিত্র আত্মা" শব্দটি নতুন নিয়মে প্রায়ই ব্যবহার করা হয়েছে, কিন্তু পুরাতন নিয়মে কেবল তিনবার ব্যবহার করা হয়েছে। এটি কি পুরাতন নিয়মের "ঈশ্বরের আত্মা" শব্দটির সমতুল্য। নতুন নিয়মের পবিত্র আত্মা ঢেলে দেওয়ার ঘটনাটিকে পুরাতন নিয়মে দেওয়া ভবিষ্যতবাণীর পূর্ণতা হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে। পুরাতন নিয়মের ভবিষ্যতবাণীতে এই ঘটনানিকে বলা হয়েছে ঈশ্বরের আত্মা ঢেলে দেওয়ার ঘটনা। প্রেরিত ২ ও লূক ৪ অধ্যায় থেকে দুটি উদাহরণ খুজে বের করুন। আপনি কি আরো খুঁজে বের করতে পারেন? কেন "পবিত্র আত্মা" শব্দটি নতুন নিয়মে বারবার ব্যবাহর করা হয়েছে, অথচ পুরাতন মাত্র কয়েকবার ব্যবহার করা হয়েছে?

এবিষয়ে আরো জানতে চাইলে নিচে উল্লিখিত বই/সূত্রগুলো অনুসন্ধান করুন

- *What the Bible teaches* by Harry Tennant (published by The Christadelphian, 1986), Chapter 14. 19 pages. Another good survey of the Spirit of God covering all the important points.

আরো দেখুন:

১. ঈশ্বরের অনুপ্রাণিত বাক্য
৭. সৃষ্টি
১৮. মৃত্যু
৩২. যীশু: ঈশ্বরপুত্র ও মনুষ্যপুত্র
৫০. আত্মার দানসমূহ
৫১. আত্মার ফল
৫২. আত্মার দ্বারা পরিচালিত